

তিমির রাত্রি-‘এশা’ র আযান শুনি দূর মসজিদে ।

প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে

আমির-উল-মুমেনিন,

তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন ।

তকবির শুনি, শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,

বাতায়নে চাই-উঠিয়াছে কি-রে গগনে মরুর শশী ?

ও-আযান, ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান ?

আবার লুটায় পড়ি ।

“সেদিন গিয়াছে” -শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি ।

উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহ!

আহ্বান নয় - রূপ ধরে এস - গ্রাসে অন্ধতা - বাহ!

ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!

সত্যের আলো নিভিয়া-জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!

শুধু আঙ্গুলি হেলনে শাসন করিতে এ জগতের

দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের

ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের

ধরি আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!

ইসলাম-সে তো পরশ-মানিক তাকে কে পেয়েছে খুঁজি ?

পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি ।

আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর-

মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর।'

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তথতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক 'নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে উর্ধ্ব তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।

হেরি পশ্চাতে চাহি-

তুমি চলিয়াছ রোদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিপ্পা যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা বলেছে শত্রু শেষে-
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে!
হায় রে, আধেক ধরার মালিক আমির-উল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উদ্বেগে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! বুলিতে দু খানা শুকনো 'খবুজ' রুটি
একটি মশকে একটুকু পানি খোমা দু তিন মুঠি।
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উদ্বেগের রশি ধরি!

মরুর সূর্য উর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে ।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, “ভাই
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে,
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।”

..ভৃত্য দস্ত চুমি

কাঁদিয়া কহিল, ‘উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি ?

খলিফা হাসিয়া বলে,

“তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে ।

রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ যে দিন কহিবে, ‘উমর! ওরে
করে নি খলিফা, মুসলিম-জাহা তোর সুখ তরে তোরে।’

উমর ফারুক

কী দিব জওয়াব কী করিয়া মুখ দেখাব রসূলে ভাই ।

আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু। মোর অধিকার নাই ।

আরাম সুখের, - মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা ।

ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা ।

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,

মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী ।

জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কিনা,

কী গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি' বিশ্ববীণা ।

জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব-

অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব ।'

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,

সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয় ।

মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,

তাই মহাবীর খালেদে তুমি পাঠাইলে ফরমান,

সিপাহ-সালারে, ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,

বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না ।

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,

মনে পড়ে তব মহত্ব-কথা-সেদিন সে বিভাবরী

নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে

মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সক্ররুণ সুরে

কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেবেলাতে হয়,

উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায় ।

শুনিয়া সকল-কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে

বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,

বলিলে, 'এ সব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের' পরে,

আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে ।'

কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,

বলিলে, বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা !

রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার?

মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার

প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি'- চলিলে নিশীথ রাতে

পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে!

এত যে কোমল প্রাণ,

করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি কো অপমান!

মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে

মেরেছ দোরী, মেরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে

ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষণে বক্ষ বাঁধি-

‘অপরাধ করে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী।’

আবু শাহমার গোরে

কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে ।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,

‘কোথায় খলিফা’ কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,

একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,

রোদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে ।

হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!

অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই

তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই ।

(সংক্ষেপিত)

কবি পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সনে (২৪শে মে ১৮৯৯ সালে) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য-কীর্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিকুহিন্দোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যথার দান, রক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যুকুখা, কুহেলিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়

সমাহিত করা হয়।

শব্দার্থ ও টিকা

তাপ- উত্তাপ। হস্ত- হাত। পেরেশান- বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। আমির উল-মুমেনিন - বিশ্বাসীদের নেতা, এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রধান ও রাষ্ট্রীয় নেতা হযরত উমর (রা) কে। মুয়াজ্জিন- যিনি আযান দেন। তকবির-‘আল্লাহ’ ধ্বনি বা রব। আখেরি- শেষ। পরশমণি - স্পর্শমণি, যার ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়। তখত- সিংহাসন। সাইমুম- শুকনো উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী প্রবল হাওয়া- বিশেষত মরুভূমির হাওয়া। মশক- পানি বইবার চামড়ার থলে। দোরা- চাবুক। চীর- ছিন্ন বস্ত্র। পিরান- জামা। নান্দী- স্তুতি। কাব্যপাঠ বা নাটকের শুরুতে ছোট করে মঙ্গলসূচক প্রশস্তি পাঠ। শমসের- তরবারি। দস্ত-হাত। পেরেশান- বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

উমর ফারুক- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর খেলাফতের সময়কাল দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা আরব সাম্রাজ্য থেকে মিশর ও তুর্কিস্থানের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। একজন ন্যায্যনিষ্ঠ, নির্ভীক ও গণতন্ত্রমনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চির অম্লান। ‘ফারুক’ হযরত উমরের উপাধি। যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাঁকেই ‘ফারুক’ বলা হয়। হযরত উমর (রা.) ছিলেন সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক।

‘তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন’ - হযরত উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নামাজের জন্য প্রকাশ্য আজান দেয়ার রীতি ছিল না। কোরেশদের ভয়ে মুসলমানরা উচ্চরবে আজান দিতে সাহস পেত না। উমর ছিলেন কোরেশ বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠবীর। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন প্রকাশ্যে আজান দিতে আর কোনো বাধা রইল না। তাই আজানের সঙ্গে যে উমরের স্মৃতি বিজড়িত সে কথা অনেক মুয়াজ্জিন জানে না।

জেরুজালেম- ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের একটি প্রাচীন শহর জেরুজালেম।

আবু শাহামা- হযরত উমরের পুত্র। মদপানের অপরাধে খলিফা তাকে ৮০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন এবং নিজেই বেত্রাঘাত করেন। বেত্রাঘাতের ফলে আবু শাহমার মৃত্যু হয়।

পাঠ পরিচিতি

উমর ফারুক কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের জিজ্ঞার কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর জীবনাদর্শ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, মানবিকতা এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খলিফা উমর (রা) ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা এবং সাম্যবাদী আদর্শের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। নিজ ভৃত্যকেও তিনি তাঁর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি। ন্যায়ের আদর্শ সমুন্নত রাখতে তিনি আপন সন্তানকে কঠোরতম শাস্তি দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি ছিলেন আমির-উল-মুমেনিন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব বলে বিশ্বাস করেই বলেছিলেন, তাঁর পরে যদি কেউ নবি হতেন, তাহলে তিনি হতেন উমর। মহৎপ্রাণ ও আদর্শ মানব চরিত্র অর্জনের জন্য উমর ফারুককে কবি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন।

MCQ

1. কবিতাটির মূল প্রতিপাদ্য কী?
 - ক) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এর জীবনাদর্শ
 - খ) ইসলামের প্রসার ও বিজয়
 - গ) ইসলামে সাম্য ও ন্যায়বিচার
 - ঘ) উপরের সবগুলো
2. "উমর ফারুক" কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
 - ক) অগ্নিবীণা
 - খ) বিষের বাঁশি
 - গ) সঞ্চিতা
 - ঘ) জিজ্ঞার
3. কবিতায় খলিফা উমর (রা)-কে কী নামে সম্বোধন করা হয়েছে?
 - ক) আমির-উল-মুমেনিন
 - খ) সাইমুম
 - গ) ফারুক
 - ঘ) কেবল ক) ও গ)
4. "তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়" – এখানে "তুমি" বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
 - ক) নবী মুহাম্মাদ (স.)
 - খ) খলিফা উমর (রা)
 - গ) খলিফা আবু বকর (রা)
 - ঘ) খলিফা আলী (রা)
5. কবিতাটিতে খলিফা উমর (রা)-এর কোন গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?
 - ক) শাসন দক্ষতা
 - খ) সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা
 - গ) ধর্মীয় নিষ্ঠা
 - ঘ) উপরের সবগুলো
6. "পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি" – এখানে "পরশ" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 - ক) ইসলাম ধর্ম
 - খ) উমর (রা)-এর শাসন
 - গ) নবী (স.)-এর শিক্ষা
 - ঘ) খলিফাদের জীবনব্যবস্থা
7. কবিতায় উমর (রা)-এর শাসনামলে কতটুকু এলাকা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
 - ক) আরব রাষ্ট্র
 - খ) তুর্কিস্তান ও মিশর
 - গ) আধা পৃথিবী

- ঘ) গোটা এশিয়া
- 8. "তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন" – এখানে কোন স্মৃতির কথা বলা হয়েছে?
 - ক) ইসলামে প্রথম আজান
 - খ) উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর প্রকাশ্যে আজান শুরু হওয়া
 - গ) উমর (রা) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ
 - ঘ) উমর (রা)-এর মৃত্যুর পর আজানের পরিবর্তন
- 9. কবিতায় উমর (রা) কোন শহর অবরোধের সময় নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন?
 - ক) মক্কা
 - খ) মদিনা
 - গ) জেরুজালেম
 - ঘ) দামেস্ক
- 10. কবিতায় উমর (রা)-এর যে গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছে তা কী?
 - ক) তার বীরত্ব
 - খ) তার ন্যায়পরায়ণতা
 - গ) তার শাসন ক্ষমতা
 - ঘ) তার দানশীলতা

11-20: খলিফা উমর (রা)-এর জীবন ও শাসন

- 11. খলিফা উমর (রা)-এর খেলাফতের মেয়াদ ছিল কত বছর?
 - ক) ৮ বছর
 - খ) ১০ বছর
 - গ) ১২ বছর
 - ঘ) ১৫ বছর
- 12. খলিফা উমর (রা) ইসলামের কোন খলিফা ছিলেন?
 - ক) প্রথম
 - খ) দ্বিতীয়
 - গ) তৃতীয়
 - ঘ) চতুর্থ
- 13. খলিফা উমর (রা)-এর উপাধি কী ছিল?
 - ক) আমির-উল-মুমেনিন
 - খ) সাইফুল্লাহ
 - গ) আস-সিদ্দিক
 - ঘ) আবুল কাসেম
- 14. জেরুজালেম বিজয়ের সময় উমর (রা) কীভাবে শহরে প্রবেশ করেছিলেন?
 - ক) সেনাবাহিনীর সাথে
 - খ) একটি সাধারণ উটে চড়ে এক ভৃত্যসহ

- গ) রাজকীয় গাড়িতে
- ঘ) পদব্রজে

15. উমর (রা) তার ভৃত্যকে কেন উটে বসতে বলেন?

- ক) উমর (রা) ক্লান্ত ছিলেন
- খ) সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য
- গ) ভৃত্য ছিল অসুস্থ
- ঘ) ইসলামী রীতি মেনে

16. কোন শহরের অবরোধের সময় শত্রুরা বলেছিল যে উমর (রা) স্বাক্ষর না করলে তারা আত্মসমর্পণ করবে না?

- ক) বাগদাদ
- খ) দামেস্ক
- গ) জেরুজালেম
- ঘ) কায়রো

17. উমর (রা) কি কারণে নিজের পুত্রকে চাবুক মারেন?

- ক) রাজদ্রোহের কারণে
- খ) মদপানের অপরাধে
- গ) চুরি করার জন্য
- ঘ) নামাজ না পড়ার কারণে

18. উমর (রা)-এর পুত্র আবু শাহমা কীভাবে মারা যান?

- ক) যুদ্ধে
- খ) বাবার আদেশে চাবুকের আঘাতে
- গ) অসুস্থতায়
- ঘ) আত্মহত্যায়

19. উমর (রা)-এর পোশাক সম্পর্কে কবিতায় কী বলা হয়েছে?

- ক) রাজকীয় পোশাক পরতেন
- খ) সাধারণ ছেঁড়া জামা পরতেন
- গ) শুধুমাত্র জুমার দিনে ভালো পোশাক পরতেন
- ঘ) সবসময় কালো পোশাক পরতেন

20. উমর (রা) যে চির-আদর্শ মানুষ ছিলেন, তা কবিতায় কীভাবে বোঝানো হয়েছে?

- ক) তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন না
- খ) তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন
- গ) তিনি সবসময় ন্যায় বিচার করতেন
- ঘ) উপরের সবগুলো

২১. উমর ফারুক সম্পর্কে কবি কী বলেছেন?

- ক) তিনি ছিলেন দুর্বল শাসক
- খ) তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বান শাসক
- গ) তিনি ছিলেন একনায়ক
- ঘ) তিনি ছিলেন বিদ্রোহী কবি

উত্তর: খ) তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বান শাসক

২২. উমর (রা.) কোন খলিফা ছিলেন?

- ক) প্রথম
- খ) দ্বিতীয়
- গ) তৃতীয়
- ঘ) চতুর্থ

উত্তর: খ) দ্বিতীয়

২৩. 'উমর ফারুক' কবিতায় কবি কোন বিষয়টি বেশি তুলে ধরেছেন?

- ক) উমর (রা.)-এর যুদ্ধজয়
- খ) উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার ও কঠোর শাসন
- গ) উমর (রা.)-এর দানশীলতা
- ঘ) উমর (রা.)-এর পরিবারের ইতিহাস

উত্তর: খ) উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার ও কঠোর শাসন

২৪. কবিতার ভাষা কেমন?

- ক) কঠিন ও দার্শনিক
- খ) সহজ ও সাবলীল
- গ) অলঙ্কারপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ
- ঘ) শুধুমাত্র ধর্মীয়

উত্তর: গ) অলঙ্কারপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ

২৫. কবিতায় উমর ফারুক (রা.)-এর কোন গুণকে প্রধান করে দেখানো হয়েছে?

- ক) বীরত্ব
- খ) দানশীলতা
- গ) ন্যায়পরায়ণতা
- ঘ) শাসন ক্ষমতা

উত্তর: গ) ন্যায়পরায়ণতা

২৬. উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনকাল কত বছর ছিল?

- ক) ৫ বছর
- খ) ১০ বছর
- গ) ১৫ বছর
- ঘ) ২০ বছর

উত্তর: খ) ১০ বছর

২৭. উমর ফারুক (রা.) কোন যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

- ক) বদর যুদ্ধ
- খ) উহুদ যুদ্ধ
- গ) ইয়ারমুক যুদ্ধ
- ঘ) খন্দক যুদ্ধ

উত্তর: গ) ইয়ারমুক যুদ্ধ

২৮. 'উমর ফারুক' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য কী?

- ক) ইসলামের বিস্তার
- খ) মুসলিম জাতির উত্থান-পতন

- গ) ন্যায় ও শাসনের শক্তি
ঘ) ধর্মীয় অনুশাসন

উত্তর: গ) ন্যায় ও শাসনের শক্তি

২৯. উমর ফারুক (রা.) কোন বংশের ছিলেন?

- ক) উমাইয়া
খ) আব্বাসী
গ) কুরাইশ
ঘ) ফাতেমী

উত্তর: গ) কুরাইশ

৩০. কবিতায় উমর (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে?

- ক) কর ব্যবস্থার কঠোরতা
খ) দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি
গ) যুদ্ধের নীতি
ঘ) ব্যবসায়িক নীতি

উত্তর: খ) দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি

৩১. উমর (রা.)-এর শাসনামলে কোন বড় বিজয় অর্জিত হয়?

- ক) মক্কা বিজয়
খ) পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন
গ) আন্দালুস বিজয়
ঘ) ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ

উত্তর: খ) পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন

৩২. কবিতায় উমর (রা.)-এর কোন গুণকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়েছে?

- ক) কঠোরতা
- খ) দয়াদ্র্ভতা
- গ) বুদ্ধিমত্তা
- ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

উত্তর: ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

৩৩. উমর (রা.) কিভাবে শহীদ হন?

- ক) যুদ্ধক্ষেত্রে
- খ) এক বিদ্রোহের সময়
- গ) নামাজরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে
- ঘ) শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে

উত্তর: গ) নামাজরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে

৩৪. উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থার মূলনীতি কী ছিল?

- ক) শক্তি ও কঠোরতা
- খ) সম্পদের সুযম বণ্টন
- গ) ধর্মীয় অনুশাসন
- ঘ) কর বৃদ্ধির নীতি

উত্তর: খ) সম্পদের সুযম বণ্টন

৩৫. উমর (রা.)-এর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়?

- ক) কেবল আরব উপদ্বীপ
- খ) পারস্য, মিশর, সিরিয়া, ইরাক
- গ) ভারত ও চীন
- ঘ) পুরো ইউরোপ

উত্তর: খ) পারস্য, মিশর, সিরিয়া, ইরাক

৩৬. উমর ফারুক (রা.) কোন শহরকে ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন?

- ক) মক্কা
- খ) মদিনা
- গ) দামেস্ক
- ঘ) কুফা

উত্তর: খ) মদিনা

৩৭. উমর (রা.)-এর শাসনামলে কোন বিখ্যাত প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়?

- ক) ডাকব্যবস্থা
- খ) পুলিশ ব্যবস্থা
- গ) রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা
- ঘ) উল্লিখিত সবকটি

উত্তর: ঘ) উল্লিখিত সবকটি

৩৮. উমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে নীচের কোনটি সত্য?

- ক) তিনি রাজকীয় জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন
- খ) তিনি সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতেন
- গ) তিনি কঠোর শাসন নীতির জন্য অজনপ্রিয় ছিলেন
- ঘ) তিনি ইসলামের শত্রুদের রক্ষা করতেন

উত্তর: খ) তিনি সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতেন

৩৯. উমর (রা.)-এর শাসনকাল ইসলামের জন্য কেমন ছিল?

- ক) দুর্বলতা ও পতনের সময়
- খ) সর্বোচ্চ শক্তিশালী সময়

- গ) বিভক্তির সময়
ঘ) যুদ্ধবিরতির সময়

উত্তর: খ) সর্বোচ্চ শক্তিশালী সময়

৪০. কবিতায় উমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে?

- ক) কঠোর কিন্তু ন্যায়পরায়ণ
খ) ধর্মীয় কিন্তু দুর্বল
গ) উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক
ঘ) ক্ষমতালোভী

উত্তর: ক) কঠোর কিন্তু ন্যায়পরায়ণ

৪১. উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে কোন ব্যবস্থা চালু করা হয়?

- ক) মুদ্রাব্যবস্থা
খ) দাসপ্রথা বিলোপ
গ) হিজরি ক্যালেন্ডার
ঘ) নতুন কর ব্যবস্থা

উত্তর: গ) হিজরি ক্যালেন্ডার

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে-

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী সত্ত্বে?

রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,

ক) আবু শাহমা কে?

খ) “তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন”- ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকে ‘উমর ফারুক’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ) হযরত উমর (রা.) যেন উদ্দীপকের রাজারই আরেক রূপ— বিশ্লেষণ কর।

২। আক্বাছ সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার পরেও বিলাসিতা তাকে স্পর্শ করেনি। সে বলে, “দুই দিনের দুনিয়ায় আমরা শুধু ইজারাদার।”

ক) কী অপরাধের জন্যে আবু শাহমাকে হযরত উমর (রা.) শাস্তি প্রদান করেছিলেন?

খ) “আবু শাহমার গোরে/ কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম কর” – ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “দুই দিনের দুনিয়ায় আমরা শুধু ইজারাদার।” উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তাক্বর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবীর রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌতলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রোপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

ক) ‘উমর ফারুক’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া?

খ) “মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান?” ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের ‘তিনি’ এর আদর্শই উমর ফারুক (রা.) ধারণ করেছেন”- উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, ‘ বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।’
কহিলাম আমি, ‘ তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো - জোর মরিবার মতো ঠাঁই।’
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে, ‘ আচ্ছা, সে দেখা যাবে।’
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে —
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হয়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি —
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ক) কোন ওয়াক্তের আজানের কথা কবিতায় বলা আছে?

খ) “কী দিব জওয়াব কী করিয়া মুখ দেখাব রসূলে ভাই” ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “এ জগতে, হয়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি —/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি”- উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫। গাহি সাম্যের গান -

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

ক) সাইমুম কী?

খ) “ ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,/ মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী”-ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের চেতনা হয়রত উমর (রা.) বাস্তবায়ন করেছেন”- উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬। শুন হে মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

ক) ‘ফারুক’ অর্থ কী?

খ) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার পরিচয় দাও।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের চেতনা হযরত উমর (রা.) বাস্তবায়ন করেছেন”- উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৭। দেখিনি সেদিন রোলে,

কুলি বলে এক বাবু সা’ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!

চোখ ফেটে এল জল,

এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

ক) ‘পরশমনি’ শব্দের অর্থ কী?

খ) অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, ‘জয় জয় হে মানব -ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সাথে ‘উমর ফারুক’ কবিতার বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের কুলিদের জীবন উন্নত করতেই হযরত উমর ফারুক (রা.) মত শাসক দরকার”- উদ্দীপক ও ‘উমর ফারুক’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।